FOR GE STUDENT ONIY [2ND SEM]

STUDY MATERIAL/CLASS NOTE NO – 02

E- LEARNING RESOURCES/ BHATTER COLLEGE,DANTAN

SUBJECT- POLITICAL SCIENCE GENERAL

CLASS - B.A. HONOURS 2ND SEMESTER [CBCS]
GENERIC ELECTIVE [GE] STUDENT

NAME – PROF. LAKSHMAN BHATTA

TOPIC – PEOPLE'S PARTICIPATION IN GOVERNANCE

PAPER - GE -2 GOVERNANCE ; ISSUES AND CHALLENGES [GE2T]

UNIT-4 - LOCAL GOVERNANCE

B] – PEOPLE'S PARTICIPATION IN GOVERNANCE

SOURCE ;

1] PEOPLES PARTICIPATION IN DEVELOPMENT – K . SUDHA RANI .

Peoples Participation—Meaning and Prerequisites

Introduction

এখানে অংশগ্রহণ জনগণের পরামর্শ, জড়িতহওয়া এবং ক্ষমতায়নের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে লোকেরা তাদের সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নকশা, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণে অংশ নেয়।জনগণঅংশগ্রহণে তাদের সম্পর্কিত সরকারী প্রকল্পগুলির সাথে নিদর্শনগুলি কাজ করে। সরকার লক্ষ্য এবং লক্ষ্য পূরণে সরকার এবং অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থার সাথে অংশীদার হিসাবে কাজ করে।গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিমানুষ ও নেতৃত্বের ভূমিকা আর্থসামাজিক পূর্বশর্তের চেয়ে কম নয়। একই সঙ্গে জনগণ এবং ব্যক্তিকে সংগঠিত করে যে রাজনৈতিক দল, তার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রকে অনেক সময় এলিটশ্রেণি এবং জনগণের মধ্যে একধরনেরঠান্ডা লড়াই বা যাকে বলে টাগ অব ওয়ার বোঝায়। এলিটশ্রেণি স্বেচ্ছায় গণতন্ত্রের পক্ষশক্তি হয় না। গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করে নিতে হয় এবং সেখানে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জনগণের ভূমিকা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে তাত্ত্বিক বিতর্ক আছে। একদিকে জোসেফ সুম্পিটার বা রবার্ট ডালের মতোতাত্ত্বিকেরা জনগণের ভূমিকাকে সীমিত রাখার পক্ষে মত দেন। অন্যদিকে ধ্রুপদি তত্ত্ব থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেকে জনগণের ভূমিকাকে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে ভাবেন।

অংশগ্রহনের অর্থ রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের অংশ নেওয়া এবং এই অর্থে অংশ নেওয়া রাজনীতিতে জড়িত থাকার সাথে সম্পর্কিত।তবে সাম্প্রতিক বছর গুলিতে, বিশেষত গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে, জনপ্রশাসন, পণ্ডিত এবং গবেষকরা এইশর্ত গুলি প্রসারিত করেছেন এবংদাবি করা হয় যে সুশাসনের জন্য নাগরিকের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

গণতন্ত্রের যদি কোন গুরুত্ব থাকে তবে এর জন্য জনপ্রশাসনের একটি গুরুত্ব রয়েছে মানুষের অংশগ্রহণ ব্যতীত গণতন্ত্র কখনই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। এই কারণে লোকেরা আজ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র সম্পর্কে

কথা বলতে এসেছে।একইভাবে সাম্প্রতিকবছর গুলিতে জনপ্রশাসন অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দিয়েছে। 1970-এর দশক থেকে আমেরিকান প্রশাসকরা সুশাসনের একটি শব্দ তৈরি করেছিলেন।যদিও এই শব্দটি অত্যন্ত বিস্তৃত, বলা হয় যে অংশগ্রহণ প্রশাসনের উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করে এবং কেবল তখনইএটি সুশাসন হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

কোহেন এবং ইউফোফের মতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে জনগণের অংশগ্রহণ, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে, উপকারিতা ভাগ করে নেওয়া এবং এই জাতীয় কর্মসূচির মূল্যায়নে অংশ নেওয়া হ'ল অংশগ্রহণ।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) জনগণের অংশগ্রহণকে কেবল প্রকল্পের কর্মে জড়িত করার প্রক্রিয়াটিকেই বিবেচনা করে না, বরং এটি এমন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রামীণ লোকেরা নিজেকে সংগঠিত করতে সক্ষম হয়, একটি তাদের নিজস্ব চাহিদা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়, নকশায় অংশীদার হয় , অংশগ্রহণমূলকক্রিয়াবাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন।

দুদকটাস্কফোর্স এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সমন্বয় কর্মসূচী, রোম (সোমেশ কুমারের বরাত দিয়ে) বলেছে যে জনপ্রিয় অংশগ্রহণকে প্রকৃত অর্থ দেয় তা হল তাদের প্রচেষ্টা এবং সংস্থানকে লক্ষ্য করা এবং লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। নিজেদের. এই ক্ষেত্রে, অংশীদারিত্ব একটি সক্রিয়প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা হয়েছে যাতে অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং আলোচনার মাধ্যমে কার্যকর কার্যকরনিয়ন্ত্রণের দ্বারা উদ্দীপিত উদ্যোগমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নিষ্ক্রিয়অংশীদারিত্বের ধারণা, যা অন্যেরা এবং অন্যরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ভিগোদা দেখতে পান যে অংশগ্রহণ কৌশলগত আধুনিক গণতন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। এটি একাধিক অভিনেতা, অর্থাত্ নাগরিক, সরকার এবং অন্যান্য সামাজিক খেলোয়াড়ের মধ্যে অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতা থেকে প্রবাহিত হয় আরও দুটি সক্রিয় দলের এবং দুই বা ততোধিক দলের মধ্যে জোটের একীকরণের আরও বেশিসক্রিয় এবং দ্বি-দিকনির্দেশক কাজ। এটি একটি মাধ্যম তথ্য, উদ্ভাবন, সমঝোতা এবং বোঝার উপর ভিত্তি করে চুক্তি এবং জনগণ এবং সংস্থানগুলির আরও ন্যায়সঙ্গত এবং পুনরায় বিতরণ।

তবে, জনগণের পক্ষে যদি ঝোঁক থাকে তবেই অংশগ্রহণ সম্ভব। এছাড়াও, রাজনৈতিক পরিবেশটি অনুকূল হতে হবে। ভার্বা এট আল এর মতে, কলমের পক্ষে সমষ্টিগতের অনুপ্রেরণা, সংস্থান এবং নেটওয়ার্ক থাকা দরকার। তারা বিবেচনা করে, নাগরিক ব্যস্ততার জন্য অনুপ্রেরণা, দক্ষতা এবং নেটওয়ার্ক সংযোগগুলি প্রয়োজনীয়, যা ভোটদান, নির্বাচিত প্রতিনিধিটির সাথে যোগাযোগ করে অন্যদেরকে জনসাধারণের সমস্যা সমাধানের জন্য সংস্থান সংস্থান করতে যোগদান করার মতোআচরণমূলক আচরণের মাধ্যমে পরিমাপ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, লোকেরা কেবল তখনই অংশ নিতে পারে যখন সেখানে প্রস্থান পয়েন্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো থাকে, যা প্রকৃতির অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক। অংশগ্রহন সক্ষম করতে অবশ্যই দু'জনকেই আবশ্যক।

মানুষের অংশগ্রহণের পদ্ধতি

Methods of People's Participation

জনগণের কী অর্থ যার দ্বারা তারা তাদের অংশগ্রহণের শর্তাবলী এবং প্রকৃতিটি নির্ধারণ করতে পারে? ভয়েস, তথ্য এবং উপস্থাপনের মাধ্যমের আলোকে এটি আলোচনা করা হয়েছে। কাউফম্যানের মতে, অংশগ্রহণ কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেওয়া লোক নয়, জনগণের অংশগ্রহণের শর্তাবলী এবং প্রকৃতি নির্ধারণের উপায় আছে কি না তা একটি প্রশ্ন। জনগণকে অবশ্যই অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া (অর্থ) দিয়ে দিতে হবে যা পছন্দসই, কোনটি ভাল এবং বাস্তবে তাদের জড়িত থাকার প্রকৃতি কী তা নির্ধারণ করতে। এটি স্বতন্ত্র এবং সামাজিক ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক বিকাশ এবং আর্থ-রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটায়।

মার্টিন লজ প্রদত্ত চারটি পদ্ধতির মাধ্যমে যেমন ভয়েস, পছন্দ, তথ্য এবং প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে প্রশাসনের ক্ষেত্রে লোকের অংশগ্রহণ দেখা যায়। পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে জনগণ গণতন্ত্রে স্বতন্ত্র বা সম্মিলিতভাবে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এই নিবন্ধে সামান্য পরিবর্তন রয়েছে যা মার্টিন মূলত ডিল করেছেন। মার্টিন আজকের বিশ্বায়নের আলোকে নিয়ন্ত্রকজবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি নাগরিক ভোক্তাদেরদৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি সামনে রেখেছেন। সামগ্রিকভাবে নাগরিকের ভোক্তা-নির্বিশেষে নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য এই চারটি প্রক্রিয়াটিনিবন্ধটিতে বিবেচনা করা হয়েছে।

অংশগ্রহণের চারটি পদ্ধতি নীচে আলোচনা করা হয়েছে:

Voice: এটি তাদের মতামত, ধারণা, অনুভূতি এবং সমস্যাগুলি প্রকাশ করার জন্য মানুষের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করে। জনগণের কাছে তথ্য চাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাদের কাছে অভিযোগ দাখিলের উপায় এবং পদ্ধতি রয়েছে অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য mechanism এই পদ্ধতিগুলি লোকেদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ডিভাইস হিসাবে কাজ করবে। আদালত, ভোক্তা ফোরাম, পঞ্চায়েত, সম্প্রদায় সংগঠন, ট্রাইব্যুনাল, মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে লোকেরা তাদের আওয়াজ প্রকাশ করে

Choice: নির্বাচনের সময় লোকেরা তাদের পছন্দের ব্যবহার করে। তারা অসন্তুষ্ট হলে তারা তাদের প্রতিনিধিদের ক্ষমতার বাইরে ফেলে দিতে পারে। একইভাবে, তারা তাদের নিজস্ব সংস্থা থেকেও আসতে পারে এবং বিভিন্ন সংস্থার সদস্য হতে পারে। তারা প্রয়োজনীয়পণ্যগুলিও সিদ্ধান্ত নিতে এবং পছন্দসই পণ্যগুলির পরিমাণ এবং পছন্দ করতে পারে। তাদের অন্য কোনও পরিষেবা সরবরাহকারীকে প্রত্যাহার এবং চয়ন করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। বিপুল সংখ্যক পরিষেবা সরবরাহকারীদের সাথে তাদের স্বল্প ব্যয়ে পছন্দসই পরিষেবা পাওয়ার সুবিধাগুলি রয়েছে এবং আরও বিস্তৃত পছন্দ রয়েছে। মার্টিন বলেছেন যে পছন্দের মাত্রাটি বাজারের শেয়ার বা পছন্দের বিকল্পগুলির

প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে পরিমাপ করা যায় না, তবে সহজেই বাছাই করার ক্ষমতা প্রয়োজন। তারা বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংস্থার মধ্যেও চয়ন করতে পারে।

Representation: প্রতিনিধিত্ব বিভিন্নভাবে বোঝা যায়। প্রথমত, প্রতিনিধি সরকারের ধারণা যার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিরা প্রতিনিধিত্ব করেন। এখানে জনগণ তাদের প্রতিনিধি চয়ন করতে এবং তাদের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এমন প্রতিনিধিত্বেরনিশ্চয়তা দেয়। দ্বিতীয়ত, একটি প্রতিনিধি আমল আছে, যেখানে সিভিল সার্ভিসগুলি সমাজের বিভিন্ন বিভাগকে উপস্থাপন করে। এছাড়াও, বিভিন্ন সম্প্রদায় ভিত্তিক এবং বেসরকারী সংস্থার সাথে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রতিনিধিত্ব ঘটে। রুসোর মতে, উপস্থাপনা হ'ল নাগরিকের সর্বোচ্চ নিয়মকে সর্বোত্তম জড়িতহওয়া নিশ্চিত করা rule প্রতিনিধিত্ব এইভাবে, লোকদের তাদের কণ্ঠ এবং পছন্দ চ্যানেলাইজ করতে সহায়তা করে। জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং সরকারী কর্মকর্তাদের সাড়াজাগানো সম্ভব হয়। জনগণের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। জনগণও তাদের মতামত পেশ করতে পারে।

Information: বিভিন্ন পরিষেবা, বিধি ও বিধিবিধি, অধিকার, এনটাইটেলমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য জনগণকে সঠিক পছন্দ করতে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমস্যাগুলি ভয়েস করতে সহায়তা করে। মার্টিন মন্তব্য করেছেন যে তথ্যের ঘাটতি জনগণের পছন্দগুলিকে সীমাবদ্ধ করতে পারে, ফলে অসন্তুষ্টি এবং নিম্ন আস্থারও ফলস্বরূপ ... .. জ্ঞাত নাগরিকরা পরিষেবা সরবরাহকারীকে শালীন পরিষেবা প্রদান এবং পরিষেবা প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তৈরি করে। মিডিয়া, জনসাধারণের সুবিধাকেন্দ্র কেন্দ্র, ইন্টারনেট এবং ওয়েব সাইট, সরকারী বিভাগ, প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যের অ্যাক্সেসযোগ্যতা জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং কার্যকর পরিষেবা সরবরাহ সরবরাহ করবে।

জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

একটি ধারণা হিসাবে অংশগ্রহণ 'জনসাধারণ, নীতিনির্ধারক,রাজনীতিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানী। ক্রফট এবং বেনসফোর্ড (1994) কিছু বিশদ বর্ণনা করেছেন,অংশগ্রহণের হয়েছবেশিরভাগ লোক জড়িত থাকতে চায় - লোকেরা জড়িতহওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে। মানুষের সম্পৃক্ত হওয়ার অধিকার রয়েছে - মানুষের আইনগত অধিকার হওয়ার অধিকার রয়েছে, সমাধানের অধিকার, মন্তব্য করার এবং বিষয়গুলিতে পরামর্শ করার অধিকারতাদের জীবন ও সমাজকে প্রভাবিতকরছে।অংশীদারিত্বেরজবাবদিহিতা রয়েছে - জবাবদিহিতা মানে স্রেফ থাকা নয়।প্রতিক্রিয়াশীল তবে জনগণের কাছেও জবাবদিহি। মানুষের জানার অধিকার আছেকি হচ্ছে এবং কেন? পরিষেবাটিতে সরাসরি জড়িতহওয়াব্যবহারকারীরা পরিষেবা সরবরাহকারীদের আরও কার্যকর জবাবদিহিতারফলাফল দেয়।অংশীদারিত্ব আরও কার্যকর এবং ব্যয় কার্যকর পরিষেবাদিকরে।জড়িত লোকেরা প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে

ভারতবর্ষ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং এখানকার নাগরিকরা প্রশাসনের অংশ হতে অত্যন্ত উত্সাহী। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকের অংশগ্রহণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার অন্যতম মূল উপাদান participation মাইগোভ- বাহ্যিক

ওয়েবসাইট যা একটি নতুন উইন্ডোতে খোলে, তা হল সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নাগরিকদের ব্যস্ততা নিশ্চিত করার জন্য চালু করা একটি উদ্ভাবনী প্ল্যাটফর্ম, যাতে ভারত গড়ার জন্য "সুশাসন" এর চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করা যায়। এই উদ্যোগটি বিশ্বজুড়ে নাগরিক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর- বিদেশের ওয়েবসাইটের সাথে একটি নতুন উইন্ডোতে খোলা মূল বিষয়গুলির সাথে তাদের মতামত জানার একটি সুযোগ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী- বাহ্যিক ওয়েবসাইট যা একটি নতুন উইন্ডোতে খোলে মাইগোভ-বহিরাগত ওয়েবসাইট যা ভারতের নাগরিকদের সুরজ্যের প্রতি অবদান রাখতে সক্ষম করার জন্য একটি নতুন উইন্ডোতে খোলে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন যে "জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত গণতন্ত্রের সাফল্য অসম্ভব"।

প্ল্যাটফর্ম - মাইগোভ - একটি নতুন উইন্ডোতে খোলার বাহ্যিক ওয়েবসাইট - নাগরিকদের পাশাপাশি বিদেশের লোকদেরও 'আলোচনা' এবং 'ডু' করতে উত্সাহ দেয়। মাইভোভ-বহিরাগত ওয়েবসাইটটিতে একাধিক থিম-ভিত্তিক আলোচনা রয়েছে যা একটি নতুন উইন্ডোতে খোলে যেখানে বিস্তৃত লোকেরা তাদের চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলি ভাগ করে নিতে পারে। তদ্ব্যতীত, কোনও অবদানকারী দ্বারা ভাগ করা কোনও ধারণা এই আলোচনা ফোরামেও আলোচনা করা হবে, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া এবং মিথস্ক্রিয়াটিকে মঞ্জুরি দেয়। মাইগোভ- বাহ্যিক ওয়েবসাইট যা একটি নতুন উইন্ডোতে খোলে তার লক্ষ্য দেশে সুশাসনের লক্ষ্য পূরণের দিকে সরকার এবং নাগরিকদের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করা। যারা আলোচনার বাইরে যেতে চান এবং স্থলভাগে অবদান রাখতে চান, তাদের জন্য মাইগোভ - এক্সটার্নাল ওয়েবসাইট যা একটি নতুন উইন্ডোতে খোলে তারা তা করার বিভিন্ন সুযোগ দেয়। নাগরিকরা বিভিন্ন কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক এবং তাদের এন্ট্রি জমা দিতে পারেন। এই কাজগুলি অন্য সদস্য এবং বিশেষজ্ঞরা দ্বারা পর্যালোচনা করা হবে। একবার অনুমোদিত হয়ে গেলে, এই কাজগুলি যারা এই টাস্কটি সম্পন্ন করেন এবং মাইগোভ-এক্সটার্নালওয়েবসাইটে যারা অন্য একটি উইন্ডো প্ল্যাটফর্মে খোলে তাদের অন্য সদস্যরা ভাগ করে নিতে পারেন। প্রতিটি অনুমোদিত টাস্কটি সম্পন্ন করার জন্য ক্রেডিট পয়েন্ট অর্জন করবে।

গোষ্ঠী এবং সৃজনশীল কোণগুলি মাইগোভ-বহিরাগত ওয়েবসাইটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা একটি নতুন উইন্ডোতে খোলে। প্ল্যাটফর্মটি বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়েছে - ক্লিন গঙ্গা- বহিরাগত ওয়েবসাইট যা একটি নতুন উইন্ডোতে খোলে, গ্রিনইন্ডিয়া- একটি নতুন উইন্ডোতে খোলা বাহ্যিক ওয়েবসাইট, জবক্রিয়েশন- একটি নতুন উইন্ডোতে খোলা বাহ্যিক ওয়েবসাইট, গার্লচাইল্ড এডুকেশন- এক্সটার্নাল একটি নতুন উইন্ডোতে খোলার ওয়েবসাইট, দক্ষতা বিকাশ- একটি নতুন উইন্ডোতে খোলার বাহ্যিক ওয়েবসাইট, ডিজিটাল ইন্ডিয়া- একটি নতুন উইন্ডোতে খোলা বাহ্যিক ওয়েবসাইট, স্বাধীন ভারত (পরিষ্কার ভারত) - একটি নতুন উইন্ডোতে খোলার বাহ্যিক ওয়েবসাইট। প্রতিটি গোষ্ঠীতে অনলাইন এবং পৃষ্ঠভূমি সংক্রান্ত কাজগুলি থাকে যা অনুদানকারীরা গ্রহণ করতে পারে। প্রতিটি দলের উদ্দেশ্য হ'ল জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেই ক্ষেত্রের একটি গুণগত পরিবর্তন আনা।